সংবাদ 43

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃঃ ৫ কলাম ৭

নতুন মেডিক্যাল কলেজঃ বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন

ডাঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম

১। ১৯৯০ সালে দেশে মোট ১০টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। এদের মাঝে সরকারি ৮ ও বেসরকারি ২টি। কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানেই এ সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বর্তমানে মোট মেডিক্যাল কলেজ ক'টি, সঠিকভাবে তা বলা মুশকিল। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের নাম দেখা যায়। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। ডেন্টাল কলেজ মোট ৪টি। চট্টগ্রাম; ময়মনসিংহ ও সিলেটসহ বেসরকারি পর্যায়ে নতুন মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ১৫ ছাড়িয়ে যাবে। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে দেশের সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই উৎকণ্ঠিত। কেননা আমাদের মতো দরিদ্র দেশে হঠাৎ করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি যে অপরিকল্পিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তার ফলে গোটা চিকিৎসা শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে, তা নিয়েই এ উৎকণ্ঠা।

২। আমাদের দেশে সত্যিই কি নতুন মেডিক্যাল কলেজ এ সময়ে প্রয়োজন? এর উত্তর খোঁজার পূর্বে বর্তমান চিকিৎসক-জনবলের প্রতি একটু দৃষ্টি দেয়া যাক।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ১৯৯২ সালে দেশে পাস করা এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ২১৭৪৯ এবং ডেন্টাল সার্জনের সংখ্যা ,৭০২। জনসংখ্যার প্রতি ৫,২৮৬ জনের জন্য রয়েছেন একজন করে চিকিৎসক,যা থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার চেয়ে বেশি (সূত্রঃ বিশ্বব্যাংক)। তাছাড়া সারাদেশে মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট রয়েছেন প্রায় ৫০০০ এবং পল্লী চিকিৎসক ৬৪০০০। দেশে ৩৭টি হোমিওপ্যাথ কলেজ, ৫টি আয়ুর্বেদ ও ৯টি ইউনানী কলেজ রয়েছে। সব মিলিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০৭৮৭।

আমাদের দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সার্ভিসে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অবস্থানকারী জনবল হিসেবে চিকিৎসকদের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য সার্ভিসের অবকাঠামোগত বিন্যাসের ব্যবস্থাপনাজাত ত্রুটিহেতু সারাদেশে, বিশেষত মফস্বল এলাকায় আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ মাত্র এক-পঞ্চমাংশে সীমাবদ্ধ। আবার এরই ভেতর পার্বত্য চট্টগ্রাম, খুলনা, উত্তরবঙ্গ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকার 'ভাটি অঞ্চলে' ডাক্তারদের উপস্থিতি সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দকৃত মোট পদসংখ্যার অর্ধেকেরও নিচে।

আমাদের দেশের গ্রামীণ সাধারণ মানুষ আধুনিক চিকিৎসার জন্যে সরকারি ডাক্তারদের ওপরই ভরসা করে থাকেন। অথচ ডাক্তারদের মোট সংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরে অবস্থান করছেন। একমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই রয়েছে ১৭৪টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক। ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরির সংখ্যা প্রায় ৬০০।

৩। যেকোন উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন ভৌতিক অবকাঠামো ও সুদক্ষ জনবল এবং এ দুয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর মূল উপাদান হলোঃ বিল্ডিং, শিক্ষা সরঞ্জাম ও চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি। বাংলাদেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজের ভেতর একটিও অবকাঠামোগত দিক থেকে উন্নত নয়। ব্যবহৃত শিক্ষা সরঞ্জাম ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সেকেলে। লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভাল বই ও জার্নালের অভাব। ল্যাবরেটরির উপকরণ ও গবেষণার মান নিম্ন পর্যায়ের। দক্ষ জনবলের প্রসঙ্গে একই কথা খাটে। একমাত্র ঢাকায় অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজগুলো ব্যতীত দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট লেগেই রয়েছে। কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজে এ অবস্থা প্রকট আকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের কথা উল্লেখ করা যায়। এই মেডিক্যাল কলেজে বর্তমানে ফার্মাকোলজি, কম্যুনিটি মেডিসিন, গাইনি, ফরেনসিক মেডিসিন, বায়োকেমিস্ট্রি, সার্জারি এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন এই ৭টি বিভাগে কোন অধ্যাপক নেই। অথচ ১৯৮৮ সালেই দেশের বিভিন্ন স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে উত্তীর্ণ মোট বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ছিল ১২১২। বর্তমান পর্যায়ে তা প্রায় ২০০০-এর মতো। মেডিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটিই এই অব্যবস্থারজন্যে দায়ী।

মেডিক্যাল কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনার জন্যে রয়েছে ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে, শিক্ষকদের বদলি ও পদোন্নতি মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় আর শিক্ষার মান নির্ণয়ে রয়েছে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। মেডিক্যাল কলেজগুলোর স্বায়ত্তশাসন এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব সত্ত্বেও অদ্যাবধি কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

৪। এবার নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। বেসরকারি পর্যায়ে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরে স্থাপিত জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও ঢাকার বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ব্যতীত অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোর অবকাঠামোগত বিন্যাস খুবই নিম্নমানের। অতি সম্প্রতি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অলিগলিতে স্থাপিত নামসর্বস্ব মেডিক্যাল কলেজগুলো সে সত্যই তুলে ধরে। সরকারি পর্যায়ে যে নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে এদের বেলায় প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। এসব মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব কোন হাসপাতাল ভবন নেই। শিক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রসঙ্গ তাই অবান্তর। এসব মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে কোন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নেই। অধিকাংশ বিভাগে সহকারী অধ্যাপকরূপে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেষণে নিয়োজিত শিক্ষকগণ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদের বসার কোন জায়গা নেই। নেই চিকিৎসা প্রযত্নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ। হাসপাতালগুলো ভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন বিধায় দ্বৈত প্রশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট এসব মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকরা তাই হতাশার শিকার।

৫। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কেন এসব মেডিক্যাল কলেজ? আগেই বলেছি, দেশে বর্তমানে পাস করা ডাক্তারের সংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক এবং তা চিকিৎসা প্রযত্নে নিয়োজিত প্যারামেডিক্যাল স্টাফের তুলনায় বেশি। পুরনো ৮টি মেডিক্যাল কলেজ থেকে বছরান্তে পাস করা নতুন ডাক্তারের সংখ্যা সংযোজন এ সংখ্যা বাড়িয়ে চলবে। বর্তমান কাঠামোয় পরিচালিত মেডিক্যাল শিক্ষার সার্বিক মান নিম্নমুখী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে নিয়োগলাভের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে আসছে। সুতরাং শিক্ষার মানোন্নয়ন না করে যত্রতত্র মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সদুদ্দেশ্যপ্রণীত নয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সংকটহেতু একশ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্বীয় স্বার্থে ডোনেশনের মোটা অংকের প্রত্যাশায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সরকারি পর্যায়েও রয়েছে বিগত সরকারের 'পরিকল্পনাহীন' তৎপরতা।

[illegible]৭৯-৮০ সালে বিএনপি [illegible] জিয়াউর রহমান [illegible] বিশেষজ্ঞদে[illegible] সারাদেশে ৭টি [illegible] পরিকল্পনা[illegible] কলেজ ও ১৮টি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (প্রথম পাঁচসালায় ৮টির উল্লেখ ছিল) চালু করেছিলেন। এরশাদ শাসনামলে ওসব মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু একানব্বইয়ে ক্ষমতাসীন হয়ে বিএনপি সরকার মেডিক্যাল শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থে এসব নতুন মেডিক্যাল কলেজ (এবার ৫টি) চালু করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প হিসেবে চালুকৃত এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণের প্রয়াস উল্লেখ করার মতো। তাদের কাছে সত্যিকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া বা জনচাহিদার চেয়ে সস্তা জনপ্রিয়তার বিষয়টি (রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য) ছিল প্রধান বিবেচনীয় বিষয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে অর্থ অপচয়ের মাত্রা যে কোন্ পর্যায়ে গিয়েছিল, এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত নিরপেক্ষ, বিবেকবান চিকিৎসকরা তার নীরব সাক্ষী হয়েরয়েছেন।

নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা- প্রযত্নের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিগত সরকার কতোটা যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে, জাতিসংঘ প্রণীত Human development choices for Bangladesh রিপোর্টে (১৯৯৪) তার চিত্র পাওয়া যায়ঃ Despite un-employment among medical graduates (and a shortage of nurses) there are proposals for 5 new medical colleges. And the balance between personnel costs and supplies is deteriorating. Between 1986 and 1993 the proportion of revenue budget devoted to salaries and allowances rose from 68% to 79%, while that for drugs and other supplies declined from 29% to 18%।

বাঘের কৃত্রিম চামড়া গায়ে লাগিয়ে আমরা 'উদীয়মান ব্যাঘ্র' সেজেছি। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ যেখানে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর সেখানে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্বাচনে নিশ্চয়ই মেডিক্যাল কলেজ আসে না। যে দেশে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ অপুষ্টির শিকার এবং উদরাময়, ম্যালেরিয়া, শ্বাসনালী প্রদাহ ইত্যাদি জীবননাশী রোগের রয়েছে সদম্ভ বিচরণ, সেদেশে অপরিকল্পিতভাবে পাশ্চাত্য ধাঁচের মেডিক্যাল শিক্ষার জন্যে প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ 'ভিক্ষুক জাতির ঘোড়ারোগ' ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রসঙ্গত তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার উল্লেখ করতে চাই। ওই পরিকল্পনায় Health Man Power Development অধ্যায়ে বলা হয়েছিলঃ The output of doctors is now about 1300 and at this rate the cumulative number of doctors in 1990 would be nearly 22,500. Jobs for most of the additional 6,500 doctors to be produced during Third Five Year Plan (TFYP) period may still be available in health services in view of expanding development activities. But sooner or later, a situation will arise when it may no longer be possible to absorb all the new graduates in [illegible] ...ent service. TFYP-এ চিকিৎসা [illegible] ...ানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে সিদ্ধান্ত [illegible] new medical college is to be [illegible] ...ed in the public sector during [illegible] ...eriod except the ongoing